কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠনের ২০২৩ সনের ৪২ নং আইনের (বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর সংশোধন কল্পে প্রণীত আইন) অধীনে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত।

মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

Money Changers' Association of Banglades

এর

সংঘবিধি

১.	আইনের বিধানাবলীঃ ১৯১৪ সালের কোম্পানী আইনের ৭ম অনুচ্ছেদে ও প্র বিধান সমূহ এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ৭ম অনুচ্ছেদের প্রবিধান সমূহ এসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
২.	এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড কার্যালয়ঃ (ক) এসোসিয়েশনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত হইবে।
৩.	এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যাঃ এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা অসীমিত (আন লিমিটেড) হইবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এর লাইসেন্স বাতিল হলে সদস্যপদ বাতিল করা হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স অধিকারী মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন ; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স স্থগিত অথবা বাতিল করা হইলে সদস্য পদ স্থগিত অথবা বাতিল করা হইবে।
৪.	সদস্যের শ্রেণী বিভাগঃ এসোসিয়েশনের দুই শ্রেণীর সদস্য থাকিবে যাহা সাধারণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য নামে অভিহিত হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স অধিকারী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিমোক্ত ৫. ধারার বিধান মতে যোগ্য একজন মাত্র ব্যক্তি এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।
৫.	সদস্য ভর্তির যোগ্যতাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠান (মানি চেঞ্জার) এর স্বত্ত্বাধিকারী প্রাইভেট কোম্পানি হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা যৌথ ব্যবসায়ী হইলে স্বত্ত্বাধিকারীর মধ্যে এর অনুমোদিত একজন সদস্য ভর্তি হইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ সদস্য ভর্তির যোগ্যতাঃ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও হালনাগাদ নবায়নকৃত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স অধিকারী যে কোন ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী "মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর আবশ্যিক ভাবে সদস্য হইবেন। (খ) "মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর সদস্য হইবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত এবং হালনাগাদ নবায়নকৃত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স অধিকারী যে কোন একক মালিকানাধীন (Proprietorship), লিমিটেড কোম্পানি, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm) "মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর সদস্য হইতে পারিবেন এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে এর পরিচালক পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপত্র এবং অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে উক্ত কারবার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষমতা-প্রদত্ত যে কোন একক ব্যক্তি " মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" এ উক্ত কোম্পানি, কারবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন। (গ) "মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর সদস্য হইবার জন্য বা সদস্যপদ নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসা খাতের ট্রেড লাইসেন্স অধিকারী হইতে হইবে এবং আবেদনকারীকে এ, ডি ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত টি.আই.এন. নম্বর সহ হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বশেষ নবায়নকৃত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়ন সনদ, যথাযথ ভাবে প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্সের হালনাগাদ ও এ,ডি ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি সমূহ দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় সদস্য পদ বাতিল/স্থগিত হইয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে এসোসিয়েশনের নির্ধারিত ফরম এ আবেদন করিতে হইবে।

৬.	সদস্য ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলীঃ	
	(ক)	এসোসিয়েশনের সদস্য পদ প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং তদন্ত সাপেক্ষে সদস্য পদ প্রার্থীর আবেদন বিবেচিত হইবে।
	(খ)	সদস্য ভর্তি ফিঃ (২) সহযোগী সদস্যঃ আবেদন পত্রের সহিত ভর্তি ফি সহযোগী সদস্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জমা দিতে হইবে।
	(গ)	কোন সদস্য প্রার্থী যদি যৌথ ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে তাহা হইলে তাহাদের যৌথ ব্যবসার প্রত্যয়ন পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানী হইলে সেই কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি সহ কোম্পানী হইতে সদস্য ভর্তি হওয়ার জন্য অনুমোদনপত্র জমা দিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ কোন সদস্য প্রার্থী যদি যৌথ ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকেন তাহা হইলে তাহাদের যৌথ ব্যবসার অংশীদারীর চুক্তিপত্রের এ.ডি ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে অথবা প্রাইভেট কোম্পানী (লিমিটেড কোম্পানি) হইলে সেই কোম্পানির জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিষ্টার কর্তৃক রেজিষ্ট্রীকৃত সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি (Memorandum & Articles of Association, Schedule-X, Form-XII) সহ এর এ,ডি ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হইবে।
	(ঘ)	এসোসিয়েশনের সদস্যদের পরিচয় পত্রের জন্য দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং এক কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের সত্যায়িত ছবি সহ ২০০/- (দুইশত) টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রতি বৎসর পরিচয় পত্র নবায়নের জন্য ১০০/- (এক শত) টাকা প্রদান করিতে হইবে। (১) প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৯/২০২৩ইং তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৪.৯৭.৫১৫ স্মারক নম্বর যুক্ত অনুমোদন পত্র মতে এসোসিয়েশনের সদস্যদের পরিচয় পত্রের জন্য ফটোল্যাব হইতে তোলা বর্তমান সময়ের এক কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ছবির হার্ডকপি ও সফটকপি সহ ৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রতি বৎসর পরিচয় পত্র নবায়নের জন্য একই হারে টাকা এসোসিয়েশনের মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা, ঢাকায় পরিচালিত ও প্রচলিত ১১২১০০৩৫৫৫৪৬৬ নম্বর যুক্ত একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে। (২) প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৯/২০২৩ ইং তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৪.৯৭.৫১৫ স্মারক নম্বর যুক্ত অনুমোদন পত্র এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ হইতে বিগত জুন ০১, ২০২৩ইং তারিখে জারীকৃত এফই সার্কুলার লেটার নং-০৫ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা অপারেশন বিভাগ হইতে বিগত ১৬ নভেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে জারীকৃত এফইওডি (মানি চেঞ্জিং) ৮২০/২০২৩-৫১৪৮ নম্বর যুক্ত নির্দেশনা পত্র মতে এসোসিয়েশনের সদস্যদের সদস্য সনদ ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এসোসিয়েশনের মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা, ঢাকায় পরিচালিত ও প্রচলিত ১১২১০০৩৫৫৫৪৬৬ নম্বর যুক্ত একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত অনুমোদন পত্র এবং সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২(দুই)টি সার্কুলার সংযুক্তঃ

টি.ও. লাইসেন্স নং-১৭/২০০৯
MEAB

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mincom.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৪.৯৭.৫১৫

তারিখ: ২ আশ্বিন ১৪৩০
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিষয়: **মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর চাঁদা এবং অন্যান্য ফি বৃদ্ধির অনুমোদন প্রসঙ্গে**

সূত্র: মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর পত্র নং- এমসিএবি/২০১/৬৮, তারিখ: ০২/০৮/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহাসচিব, মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী সংগঠনের সংঘবিধি সংশোধন নিম্নবর্ণিত আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র: নং	ধারা ও উপধারা	বিদ্যমান ধারা	প্রস্তাবিত ধারা	মন্তব্য
০১	সংঘবিধি ধারা ১১ এবং সংঘবিধি-চাঁদা-৬(খ) আইডি কার্ড-৬(ঘ)	বাৎসরিক নবায়ন ফি = ১,০০০/- টাকা আইডি কার্ড নতুন- = ২০০/- টাকা নবায়ন- = ১০০/- টাকা	ভর্তি ও বাৎসরিক চাঁদা নিম্নরূপ হইবে: বাৎসরিক নবায়ন ফি= ৫,০০০/- টাকা সনদ ফি = ১,০০০/- টাকা এবং আইডি কার্ড নতুন- = ৫০০/- টাকা	অনুমোদিত

০২। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনীসমূহ মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সংঘবিধিতে অন্তর্ভূক্ত করে এক কপি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে এবং এক কপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, সংশোধিত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে সত্যায়ন করে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর সংশোধনীসমূহ কার্যকর হবে।

১৭-৯-২০২৩
সুবর্ণা সরকার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৫৪০৫৩০
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৫৪০২১৩
ইমেইল: to2@mincom.gov.bd

সভাপতি
মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, আজাদ সেন্টার, স্যুট নং- ৭/বি, ৫৫ পুরানো পল্টন, ঢাকা-১০০০

স্মারক নম্বর: ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৪.৯৭.৫১৫/১(৫)

তারিখ: ২ আশ্বিন ১৪৩০

১

Foreign Exchange Policy Department
Bangladesh Bank
Head Office
Dhaka
www.bb.org.bd

FE Circular Letter No. 05 Date: June 01, 2023

All Authorized Dealers and licensed
Money Changers in Bangladesh.

Dear Sirs,

Requirement of membership with relevant association for money changing operations.

Please refer to section-II, chapter 2 of the Guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET)-2018, Volume-1 and its subsequent instructions regarding the procedures to be observed by licensed Money Changers (MCs) for regular money changing operations including formalities for obtaining renewal of licenses from Bangladesh Bank.

02. To streamline the operations of money changing business, it is necessary for licensed MCs to be a member of relevant association representing the sector. Accordingly, Money Changers operating in Bangladesh are hereby advised to be a member of relevant association within June 30, 2023.

Licensed MCs shall observe the content of this circular and designated Authorized Dealers are advised to follow up with their MCs-customers for meticulous compliance thereof.

Yours faithfully,

(Md. Sarwar Hossain)
Director (FEPD)
Phone: 9530123

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট
(মানি চেঞ্জিং শাখা)

সূত্র নং -এফইওডি (মানি চেঞ্জিং) ৮২০/২০২৩-৫১৪৮

তারিখ : ১৬ নভেম্বর, ২০২৩

মহাসচিব
মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
আজাদ সেন্টার, স্যুট নং-৭/বি
৫৫, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশে কার্যরত মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্স নবায়ন আবেদন এর সাথে মানিচেঞ্জারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ সদস্যভূক্তির প্রমাণক দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (এফইপিডি)-এর ০১/০৬/২০২৩ তারিখের এফই সার্কুলার লেটার নং- ০৫ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২. উক্ত এফই সার্কুলার লেটার মারফত বাংলাদেশ এ কার্যরত সকল মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠান-কে বিগত ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মানিচেঞ্জার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সদস্যভূক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু, মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্স নবায়ন এর ক্ষেত্রে এসোসিয়েশনের সদস্যভূক্তির কোনো প্রমাণক এ কার্যালয়ে দাখিল করা হয়না।

৩. এখন থেকে মানি চেঞ্জার্স লাইসেন্স নবায়ন আবেদন এর সাথে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন এর সদস্যভূক্তির প্রামাণিক দলিল/দলিলাদি আবশ্যিকভাবে দাখিল করার জন্য আপনাদের এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সকল মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠান-কে অবহিত করতে পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(সুচিত্রা বিশ্বাস)
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোন : +৮৮ ০২৫৫৬৬৫০০১-৫/২২৮৫৫

	(ঙ)	প্রত্যেক সদস্য প্রার্থীকে এসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইবে। **প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ** প্রত্যেক সদস্যকে এসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা ও এসোসিয়েশনের সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি মানিয়া চলিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং বাধ্য হইতে হইবে।
	(চ)	সদস্য ভর্তির আবেদনকারী তাহার নিকট জোনের সভাপতির নিকট জমা দিবেন। সেই জোনের পরিচালক মন্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হইয়া প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইবে অতঃপর প্রধান কার্য্যালয়ের পরিচালক মন্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হইলে তাহাকে সদস্য পদে ভর্তি করা হইবে। **প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ** সদস্য ভর্তির আবেদনকারী যথাযথ নিয়মে এসোসিয়েশনের নির্ধারিত নমুনা মতো আবেদন পত্র এসোসিয়েশনের সভাপতি বরাবর জমা প্রদান করিতে হইবে। আবেদন পত্রের নমুনা যুক্ত করা হইলঃ **<u>নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদন ফরম</u>।** তারিখঃ --/--/---- ইং বরাবর, সভাপতি, মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। স্যুট নং-৭/বি, আজাদ সেন্টার,৫৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে "মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"-এর সদস্য হইতে ইচ্ছুক। আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ -- ২। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত মতে প্রতিষ্ঠানের মালিকের/আইনানুগ অংশীদারের/আইনানুগ পরিচালকের নামঃ --- ৩। সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্সে বর্ণিত মতে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাঃ -- ৪। প্রতিষ্ঠানের প্রকার ধরণঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন/অংশীদারী/লিমিটেড কোম্পানী -------------------------- ৫। ফোন নম্বরঃ ---------------------------, মোবাইল নম্বরঃ --- ই-মেইলঃ -- ৬। মালিকের/স্বীকৃত অংশীদারের/স্বীকৃত পরিচালকের রক্তের গ্রুপ (পি এইচ ফ্যাক্টর) ----------------------- উপরোক্ত বর্ণনা মতে কোনো তথ্য গোপন করিলে বা ভবিষ্যতে কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হইলে সংগঠনের সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও ম্যানুয়াল অনুসারে এসোসিয়েশনের যে কোনো সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবো। এসোসিয়েশন নির্ধারিত ফি, বিশেষ অনুদান (যদি ধার্য্য করা হয়) সময় মতো পরিশোধ করিবো। সংগঠনের সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবো। বিনীত- আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত সীল। তারিখঃ--/--/---- **<u>নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজাতঃ</u>** স্বীয় এ, ডি ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত- ১। (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি। (খ) সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্সের সর্বশেষ নবায়ন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। ২। সর্বশেষ নবায়ন সনদে কোনো পরিবর্তন (মালিকানা/প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা/মালিকানার প্রকার (ধরণ) বা যে কোনো রকমের পরিবর্তন সম্পাদন হইয়া থাকিলে এতদসংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। ৩। (ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত এবং আইনানুগ ভাবে সম্পাদিত অংশীদারী চুক্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। (খ) সদস্য হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তিকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য অংশীদারদের অনুমতি/ক্ষমতা পত্রের মূলকপি।

		৪। (ক) লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে হালনাগাদ Memorandum of Association and Articles of Association (Registered by RJSC), হালনাগাদ Schedule-X/Schedule-XII এর সত্যায়িত ফটোকপি। (খ) সদস্য হিসাবে বর্ণিত ব্যক্তিকে এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ পরিচালকদের অনুমতি/ক্ষমতা পত্রের মূলকপি। ৫। হালনাগাদ ও সর্বশেষ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি। ৬। হালনাগাদ ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্রের (TIN) সত্যায়িত ফটোকপি। ৭। ১৩ ডিজিটের মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন পত্রের (BIN) সত্যায়িত ফটোকপি। হালনাগাদ মূসক পরিশোধের প্রমাণকের ফটোকপি। ৮। মালিকের/আইনানুগ স্বীকৃত অংশীদারের/আইনানুগ স্বীকৃত পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। ৯।মালিকের/আইনানুগ স্বীকৃত অংশীদারের/আইনানুগ স্বীকৃত পরিচালকের স্টুডিও থেকে সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের ১(এক)কপি ছবি (হার্ডকপি ও সফটকপি) । ১০। সদস্য মনোনীত মালিকের/অংশীদারের/পরিচালকের রক্তের গ্রুপ (পিএইচ ফ্যাক্টর) এর প্রমাণক। আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত সীল। (প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব প্যাডে ফরম্যাট মতো আবেদন করিতে হইবে)
	(ছ)	প্রত্যেক সদস্যকে তাহার সদস্য পদ নবায়নের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৯/২০২৩ইং তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৪.৯৭.৫১৫ স্মারক নম্বর যুক্ত অনুমোদন পত্র মতে এসোসিয়েশনের সদস্যদের সদস্য পদ বাৎসরিক নবায়নের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এসোসিয়েশনের মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা, ঢাকায় পরিচালিত ও প্রচলিত ১১২১০০৩৫৫৫৪৬৬ নম্বর যুক্ত একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে।
	(জ)	প্রত্যেক সদস্যকে ১লা এপ্রিল হইতে ৩০ শে জুনের মধ্যে তাহার সদস্য পদ নবায়ন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ প্রত্যেক সদস্যকে পূর্ববর্তী বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০ শে জুনের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের জন্য তাহার সদস্য পদ আবশ্যিক ভাবে নবায়ন করাইতে হইবে। এতদসঙ্গে এসোসিয়েশন চাহিত কাগজাত যেমন- (১) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি, (২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সর্বশেষ নবায়নকৃত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়ন সনদের ফটোকপি, (৩) হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়ন পত্রের ফটোকপি এবং (৪) হালনাগাদ VAT Honour Card/মূসক পরিশোধের প্রমাণক এর ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে। একই নিয়মে সদস্য সনদের জন্য এসোসিয়েশনের নির্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ পূর্বক জমা প্রদান করিতে হইবে। কোন কারণে কোন সদস্য সময় মতো নবায়ন ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে সভাপতি বরাবর আবেদন ক্রমে প্রতিদিন ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপের শর্তে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে জরিমানা সহ নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় বা ব্যর্থতায় এইরূপ সদস্যের সদস্য পদ সাময়িক ভাবে স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে। সদস্য সনদের জন্য আবেদন পত্রের নমুনা সংযুক্তঃ

সদস্য সনদের জন্য আবেদন ফরম

তারিখঃ --/--/----ইং

বরাবর,
সভাপতি,
মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।
স্যুট- ৭/বি, আজাদ সেন্টার, ৫৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ হালনাগাদ সদস্য সনদ সরবরাহ করার জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান-------------------------এর সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়ন করা প্রয়োজন। তাই আমার/আমাদের মানি এক্সচেঞ্জ এর নামে ৩০/০৬/০০০০ মেয়াদের সদস্য সনদ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক-

সদস্য পদ নবায়নের নিয়মাবলীঃ

এসোসিয়েশনের ধার্য্য ফিঃ সদস্য পদ নবায়ন ফি ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা, সদস্য সনদ ফি ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা, আইডি কার্ড ফি ৫০০/-(পাঁচশত)টাকা এবং এসোসিয়েশন ধার্য্যকৃত বিশেষ অনুদান (যদি কিছু থাকে) সহ এসোসিয়েশনের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদানের রসিদের ফটোকপি এতদসঙ্গে জমা প্রদান পূর্বক অঙ্গীকার করছি যে,

১। পরবর্তীতে এসোসিয়েশনের বিশেষ অনুদান (বিশেষ প্রয়োজনে যদি কিছু ধার্য করা হয়) প্রদান করবো।

২। **অফিস স্প্যাস ক্রয় সংক্রান্ত বিশেষ অনুদানঃ** বিগত ২৩/১১/২০২৪ ইংরেজী তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০২৪ ও বিগত ২৫/০১/২০২৫ ইংরেজী তারিখে অনুষ্ঠিত জরুরী সাধারণ সভা, ২০২৪-এ সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে এবং এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটির পঁঞ্চদশ সভায় (২৬/০৪/২০২৫ইং) গৃহীত ও অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ক্রমে এসোসিয়েশনের অফিস স্প্যাস ক্রয়ে বিশেষ অনুদান হিসেবে সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ধার্যকৃত অনুদান মোট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার মধ্যে প্রাথমিক অনুদান হিসেবে মে,২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এককালীন পরিশোধযোগ্য। বাদ-বাকী ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা এককালীন অথবা প্রতি মাসে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার সমান ০৯ (নয়) টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য।এসোসিয়েশনের সময়োপযোগী এ সিদ্ধান্ত পরিপালন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট ও অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবো।

৩।বর্তমান অর্থ বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি, বর্তমান কর-বৎসরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র(টিআইএন)/ন্যুনতম পূর্ববর্তী কর-বৎসরের টিআইএন -এর ফটোকপি এবং বর্তমান অর্থ বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত মূসক সম্মাননা কার্ড (Vat Honour Card)-এর ফটোকপি অথবা ভ্যাট (মূসক) পরিশোধের প্রমাণকের ফটোকপি এবং সর্বশেষ নবায়নকৃত সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়ন সনদের ফটোকপি অত্র আবেদন পত্রের সাথে এতদসঙ্গে জমা প্রদান করছি।

৪। সর্বশেষ সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নবায়নের জন্য প্রযোজ্য সময়ের বাৎসরিক বৈদেশিক মুদ্রা লেন-দেনের বিবরণী দাখিল করা বাধ্যতামূলক।

৫। লিমিটেড কোম্পানী এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে RJSC কর্তৃক রেজিষ্টার্ড মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন-এর কপি, পরিচালকবৃন্দ/অংশীদারবৃন্দ কর্তৃক ক্ষমতাপত্র ও অংশীদারী চুক্তিপত্র এবং প্রয়োজনে Section-36 মতে Schedule-X/ Form-XII এসোসিয়েশন বরাবর দাখিলের সিদ্ধান্ত পরিপালন করবো।

এতদসঙ্গে প্রত্যয়ন করছি যে, এসোসিয়েশনে প্রদত্ত তথ্যাদিতে কোনো তথ্য গোপন করে থাকলে বা ভবিষ্যতে কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে সংগঠনের সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও ম্যানুয়েল অনুসারে এসোসিয়েশনের যে কোনো সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পরিপালন করবো।এবং এসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ করা থেকে বিরত থাকবো।

বিনীত নিবেদক-

(স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্যাডে যথাযথ সীল ও এসোসিয়েশনের সদস্যের যথাযথ স্বাক্ষর সহ আবেদন করতে হবে)

	(ঝ)	এসোসিয়েশনের সদস্যদের আবেদনক্রমে তাহার সদস্য পদের পরিবর্তন করা যাইতে পারে।
৭.	সদস্য রেজিষ্টার ফাইল সংরক্ষণঃ এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের একটি রেজিষ্টার বহি সহ প্রত্যেকের নামে ভিন্ন ভিন্ন ফাইল সংরক্ষন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের একটি রেজিষ্টার বহি সহ প্রত্যেকের নামে ভিন্ন ভিন্ন ফাইল সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সদস্যের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, সাধারণ মানি চেঞ্জার লাইসেন্স নম্বর সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটের ডাটাবেইজে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।	
৮.	সদস্য পদ বাতিলঃ নিম্ন বর্ণিত কারনে সদস্য পদ বাতিল হইবেঃ প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (১) আত্মপক্ষ সমর্থনে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে শুনানীর নোটিশ প্রদান করিয়া শুনানী অন্তে কার্য-নির্বাহী কমিটির বিবেচনায় দোষী সাব্যস্থ হইলে সাধারণ সদস্য পদ বাতিল হইবে।	
	(ক)	সদস্য পদ হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে।
	(খ)	মৃত্যু ঘটিলে।
	(গ)	পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (গ) উপ-বিধিটি বাতিল হইবে।
	(ঘ)	সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিলে। (নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায়)।
	(ঙ)	আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইলে এবং অত্র এসোসিয়েশনের আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইলে।
	(চ)	যদি কোন সদস্যের মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়া বা নৈতিক স্খলন দেখা দেয় (যথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) তাহা হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে। যদি কোন সদস্য তাহার বার্ষিক চাঁদা বা সদস্য পদ নবায়ন না করেন তাহা হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।
	(ছ)	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হইলে যথারীতি সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল হইবে।
	(জ)	সংযোজনীঃ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইয়া হাজতবাসী হইলে, ঋণ-আয়কর-মূসক খেলাপী হইলে, অত্র এসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যক্রমে জড়িত হইলে এবং অত্র এসোসিয়েশনের আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনালের রায়ে দোষী সাব্যস্থ হইয়া আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত সিদ্ধান্ত অবমাননা করিলে; তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ দন্ডে দোষী সাব্যস্থ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্তরূপ দন্ড পরিশোধ না করিলে সংশ্লিষ্ট কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্যের সদস্য পদ শুন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮.২		প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ বাতিলঃ প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (২) আত্মপক্ষ সমর্থনে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে শুনানীর নোটিশ প্রদান করিয়া শুনানী অন্তে কার্য-নির্বাহী কমিটির বিবেচনায় দোষী সাব্যস্থ হইলে,বাণিজ্য সংগঠন ম্যানুয়াল যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসরণ পূর্বক কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ বাতিল হইবে:
	নিম্ন বর্ণিত কারণে কার্যকরী কমিটি হইতে সদস্য পদ বাতিল হইবেঃ	
	(ক)	সদস্য পদ হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে।
	(খ)	মৃত্যু ঘটিলে।
	(গ)	পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটির পর পর তিনটি মাসিক সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।
	(ঘ)	সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করিলে। (নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায়)।
	(ঙ)	আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্থ হইয়া হাজতবাসী হইলে, ঋণ-আয়কর-মূসক খেলাপী হইলে, অত্র এসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যক্রমে জড়িত হইলে এবং অত্র এসোসিয়েশনের আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনালের রায়ে দোষী সাব্যস্থ হইয়া আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত সিদ্ধান্ত অবমাননা করিলে; তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ দন্ডে দোষী সাব্যস্থ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্তরূপ দন্ড পরিশোধ না করিলে সংশ্লিষ্ট কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্যের সদস্য পদ শুন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।
	(চ)	যদি কোন সদস্যের মস্তিস্ক বিকৃতি, দেউলিয়া বা নৈতিক স্খলন দেখা দেয় (যথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে) তাহা হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে। যদি কোন সদস্য তাহার বার্ষিক চাঁদা বা সদস্য পদ নবায়ন না

		করেন তাহা হইলে তাহার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।
	(ছ)	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হলে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হইলে যথারীতি সংশ্লিষ্ট কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত/বাতিল হইবে।
৯.	প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠন পদ্ধতিঃ	
	(ক)	প্রতিষ্ঠানের মূল কমিটি কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হইবে। সেই নির্বাচনের পদগুলি হইবে। ১. সভাপতি- ১জন। ২. সহ-সভাপতি- ২ জন। ৩. মহা-সচিব- ১ জন। ৪. যুগ্ম মহাসচিব- ১ জন। ৫. সাংগঠনিক সচিব-১ জন। ৬. কোষাধ্যক্ষ- ১ জন। কার্যকরী সদস্য- ৮ জন সহ মোট ১৫ সদস্য কমিটির সদস্য থাকিবে।
১০.	নির্বাহী পরিষদের পদসমূহ হইবে নিম্ন রূপঃ	
	(১)	সভাপতি ১ (এক) জন
	(২)	সহ-সভাপতি ২ (দুই) জন
	(৩)	মহা-সচিব ১ (এক) জন
	(৪)	যুগ্ম মহা-সচিব ১ (এক) জন
	(৫)	সাংগঠনিক সচিব ১ (এক) জন
	(৬)	কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) জন
	(৭)	সদস্য ৮ (আট) জন
১১.	নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ নির্বাহী পরিষদ এসোসিয়েশনের সকল কর্মসূচি প্রণয়নে সরাসরি দায়ীত্বে নিয়োজিত থাকিবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে।	
	(১)	সভাপতিঃ তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে নির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ভাবে অনুমোদন করিবেন এবং ব্যক্তিগত দায়ীত্ব পালন করিবেন। তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। মহাসচিবের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন। সকল কার্য তদারক এবং পরামর্শ প্রদান করিবেন। সংস্থার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে সর্বদা তৎপর থাকিবেন। ব্যাংক এর লেন-দেনের জন্য কোষাধ্যক্ষ অথবা সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষর দাতা হইবেন। যে কোন সভায় কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমতা বিধান ভোট প্রদান করিবেন (নিজ প্রদত্ত ভোট ছাড়া)। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে নির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত প্রাথমিক ভাবে অনুমোদন করিবেন এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। মহাসচিবের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), জরুরী সাধারণ সভা (ইজিএম) এবং কার্য-নির্বাহী কমিটির মাসিক সভা ও কার্য-নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করিবেন। সকল কার্য তদারক করিবেন এবং পরামর্শ প্রদান করিবেন। এসোসিয়েশনের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে সর্বদা তৎপর থাকিবেন। ব্যাংক এর লেন-দেনের জন্য কোষাধ্যক্ষ অথবা মহাসচিবের সাথে যৌথ স্বাক্ষর দাতা হইবেন। যে কোন সভায় কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমতা বিধান ভোট প্রদান করিবেন (নিজ প্রদত্ত ভোট ছাড়া)। সভাপতি কার্যার্থে স্থানান্তরে বা বিদেশে থাকাকালীন সময়ে সিনিয়র সহ-সভাপতিকে দায়িত্বভার অর্পণ করিবেন অথবা দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। অত্র সংঘবিধি ও সংঘ স্মারক বহির্ভুত ভাবে একক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। সভাপতির অনুমোদন ক্রমে এবং মহাসচিবের আহ্বানে নির্বাচিত কার্যকরী কমিটি প্রতি ইংরজী মাসের শেষ শনিবার এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠান করিবেন। কোনো বিশেষ জরুরী কারণে সভাটি অনুষ্ঠান করা না গেলে সভাটি মূলতবী বিবেচিত হবে এবং পরবর্তী মাসিক সভায় তা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। কোনো ক্রমেই পর পর দুইটি মাসিক সভা মূলতবী করা যাইবে না।
	(২)	সহ-সভাপতিঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা করিবেন এবং সভাপতির দ্বারা বন্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (২) সিনিয়র সহ-সভাপতিঃ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী সহ-সভাপতি সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসাবে বিবেচিত হইবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ২ (দুই) জন সহ-সভাপতি সম পরিমাণ ভোট পাইলে লটারীর মাধ্যমে সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্ধারিত হইবেন।সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করিবেন এবং সভাপতির দ্বারা বন্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন। এসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মান উন্নয়নে সভাপতির পরামর্শ ক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সভাপতি ও এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।
	(৩)	প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ (৩) সহ সভাপতিঃ একই ভাবে সহ-সভাপতি নির্বাচিত ও নির্ধারিত হইবেন। সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করিবেন এবং সভাপতির দ্বারা বন্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন। এসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মান উন্নয়নে সভাপতির পরামর্শ ক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সভাপতি ও এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

	(৪)	মহাসচিবঃ মহাসচিব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহ সকল কাজ সম্পাদন করিবেন। যাবতীয় কার্যক্রম কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়ীত্বে থাকিবেন। সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্রাদি সংরক্ষণ করিবেন। জরুরি কোনো বিষয়ে সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। তবে অবশ্যই তাহা পরিষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। হিসাব পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রনের এবং বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতির কাজে কোষাধ্যক্ষকে সহযোগিতা করিবেন। সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিবেন। তিনি পদাধিকার বলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদে থাকিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (৪) মহাসচিব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহ সকল কাজ সম্পাদন করিবেন। যাবতীয় উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বে থাকিবেন। সভাপতির অনুমোদন ক্রমে এসোসিয়েশনের অফিস আদেশ প্রদান করিবেন। জরুরী কোন বিষয়ে সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। তবে তাহা কার্য-নির্বাহী কমিটির পরবর্তী মাসিক সভায় অনুমোদন করাইয়া লইবেন। সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ পত্রাদি মহাসচিবের তত্বাবধানে অফিস সচিব/সহকারী সংরক্ষণ করিবেন। হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতির কাজে কোষাধ্যক্ষকে সহযোগিতা করিবেন। এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিবেন। তিনি পদাধিকার বলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।
	(৫)	যুগ্ম মহা-সচিবঃ মহা-সচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম মহা-সচিব তাহার দায়ীত্ব পালন করিবেন এবং সভাপতির দ্বারা বন্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (৫) যুগ্ম-মহাসচিবঃ মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-মহাসচিব মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন, মহাসচিবকে সর্বাত্মক সাহায়তা করিবেন এবং সভাপতির দ্বারা বন্টনকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন।
		কোষাধ্যক্ষঃ
		(ক) সংগঠনের হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব পালন করিবেন।
		(খ) সংগঠনের হিসাব নিরিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।
		(গ) বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবেন ও তাহা সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেষ করিবেন।
		(ঘ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় অডিট রিপোর্ট পেষ করিবেন।
		(ঙ) নির্বাহী কর্মকর্তার ভাউচার অনুমোদন করিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (৭) কোষাধ্যক্ষঃ (ক) সংগঠনের হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করিবেন। (খ) সংগঠনের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। (গ) মহাসচিবের সাথে পরামর্শ ক্রমে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবেন ও এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করিবেন। (ঘ) মহাসচিবের সাথে পরামর্শ ক্রমে এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করিবেন। (ঙ) নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দের ভাউচার অনুমোদন করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটির মাসিক সভায় তাহা অনুমোদন করাইয়া লইবেন।
	(৬)	সাংগঠনিক সচিবঃ সাংগঠনিক সচিব প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সকল প্রকার দায়ীত্ব পালন করিবেন। সভা আহবান, পরিচালনা এবং সকল প্রকার কর্ম পরিচালনা করিবেন। পত্র যোগাযোগ, টেলি যোগাযোগ, প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিন সাংগঠনিক দায়ীত্বও পালন করিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (৬) সাংগঠনিক সচিবঃ সাংগঠনিক সচিব এসোসিয়শনের সকল প্রকার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করিবেন। সভা আহ্বান ও পরিচালনায় মহাসচিবকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করিবেন। মহাসচিবের সাথে পরামর্শ ক্রমে পত্র যোগাযোগ, টেলি যোগাযোগ, প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দায়িত্বও পালন করিবেন।
	(৭)	সদস্যঃ সংগঠনের কাজে সাধারন সম্পাদককে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন এবং সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবেন। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোনো দায়ীত্ব অর্পিত হইলে তাহা বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে পালন করিবেন। সভায় উপস্থিত থাকিয়া সার্বিক সহযোগিতা সহ ভোট প্রদান ও লিখিত অভিযোগ পেষ করিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (৮) সদস্যঃ এসোসিয়েশনের সকল প্রকার কার্যাদি সম্পাদনে মহাসচিবকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন ও মহাসচিবের নিকট অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা সমাধানে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবেন। সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবেন। কার্য-নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কোনো দায়িত্ব অর্পিত হইলে তাহা বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে যথাযথ ভাবে পরিপালন করিবেন। সভায় উপস্থিত থাকিয়া সার্বিক সহযোগিতা সহ ভোট প্রদান ও লিখিত অভিযোগ পেশ করিতে পারিবেন।
১২.	অর্থ সংক্রান্ত বিধিঃ এসোসিয়েশনের অর্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।	
	(ক)	পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য।

	(খ)	বেতনভূক্ত কর্মচারিদের জন্য।
	(গ)	বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য।
	(ঘ)	ত্রাণ, পূনর্বাসন,সহ জনহিতকর কাজের জন্য।
	(ঙ)	গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অন্য যে কোন কাজের জন্য।
	(চ)	বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের জন্য।
	(ছ)	বিনোদনের জন্য। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের বার্ষিক নবায়ন ফি ইত্যাদি এবং অনুদান মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, প্রধান শাখা, ঢাকায় পরিচালিত ও প্রচলিত ১১২১০০৩৫৫৪৬৬ নম্বর যুক্ত ব্যাংক একাউন্টে অথবা কার্য-নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মতে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। সংঘবিধির ১১.(১) উপ-বিধিতে বর্ণিত মতে উক্ত একাউন্টের যৌথ ভাবে স্বাক্ষরিত চেকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে কার্য-নির্বাহী কমিটির মাসিক সাধারণ সভায় অনুমোদন ক্রমে কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত মাসিক সর্বোচ্চ ১.৫০ (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাইবে। খরচের খাত সমূহঃ (ক) অফিস ভাড়া, সার্ভিস চার্জ,পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য। (খ) বেতনভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি বৃন্দের বেতন/বোনাসের জন্য। (গ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য। (ঘ) ত্রাণ, পূনর্বাসন সহ জনহিতকর কাজের জন্য। (ঙ) অত্র এসোসিয়েশনের সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি অনুযায়ী স্বীকৃত যে কোন কাজের জন্য। (চ) বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য। (ছ) বিনোদনের জন্য। (জ) সভা, সেমিনার ও ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার/প্রচারণার জন্য।
১৩	নির্বাচন বিধিঃ টি.ও রুলস ১৯৪৩, ৩১/০৭/০২ অনুযায়ী	
	(ক)	প্রতি তিন বৎসর অন্তর নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ প্রতি দুই বৎসর অন্তর কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
	(খ)	মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত ও নির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইতে হইবে। ভোটার তালিকায় কাহারো আপত্তি থাকিলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে লিখিত ভাবে আপিল করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ (১) পূর্ববর্তী কার্য-নির্বাহী কমিটির মেয়াদান্তের অন্ততঃ ১২০ (একশত বিশ) দিন পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভায় অনুমোদন ক্রমে এসোসিয়েশনের জ্যষ্ঠ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও স্বীকৃত সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন বোর্ড এবং ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন আপীল বোর্ড গঠন করিবেন। নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড প্রয়োজনে এফবিসিসিআই এর সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন। (২) এসোসিয়েশনের কার্য-নির্বাহী কমিটি বা প্রশাসক কর্তৃক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইলে নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে গঠিত নির্বাচন বোর্ড বা নির্বাচন আপীল বোর্ড বা সালিসী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ ব্যতীত মহাপরিচালকের নিকট এই বিষয়ে কোন আবেদন অভিযোগ করা যাইবে না। (৩) মহাসচিব কর্তৃক প্রণীত ও কার্য-নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইতে হইবে। ভোটার তালিকায় কাহারো আপত্তি থাকিলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডে লিখিতভাবে আপিল করিতে হইবে। নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন ম্যানুয়াল বর্ণিত বিধিমালার বিধান এবং অত্র এসোসিয়েশনের নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন। (৪)মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাঃ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ২০ ধারা অনুসরণ করিতে হইবে। (৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ৩১/০৭/২০০২ ইং তারিখের ৪২২ নং আদেশের ২ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন সংক্রান্তে অতিরিক্ত বিধান আরোপ করা হইয়াছে। উক্ত আদেশের ২(১) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে- "নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এবং এই আদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন সংক্রান্তে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না"। ৩১/০৭/২০০২ ইং তারিখের ৪২২ নং আদেশের ১(৫)(ক) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে-"কেবলমাত্র দৈব দুর্বিপাকের (Acts of God) কারনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে নির্বাচন

		বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠনের নিকট আবেদন করা যাইবে"। (৬) নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক এবং বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।
	(গ)	নির্বাচন গোপন ব্যলটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
	(ঘ)	প্রত্যেক ভোটার নির্বাহী পরিষদের প্রতিটি পদের জন্য ১ (এক)টি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ প্রত্যেক ভোটার কার্য-নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পদের জন্য (১) একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন।
	(ঙ)	সাধারণ পরিষদের সদস্যরা নির্বাহী পরিষদের প্রার্থী হইতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যবৃন্দ/বৃন্দা কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, (১) কোন ব্যক্তি মানি চেঞ্জার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না অথবা কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি- (ক) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫(পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে। (খ) ঋণ খেলাপী হন অথবা হালনাগাদ আয়কর, মূসক অথবা সরকার নির্ধারিত যে কোন ফি পরিশোধ না করিয়া থাকেন অথবা অত্র এসোসিয়েশনের সালিসী ট্রাব্যুনালের রায়ে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্তরূপ সকল রকম বকেয়া বিষয়ে তালিকাভুক্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করিয়া থাকেন। (গ) অত্র এসোসিয়েশনের পাওনা পরিশোধ না করিয়া থাকেন। (ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন। (ঙ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন বা দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হইবার জন্য আবেদন করিয়া থাকেন।
	(চ)	নির্বাচনের ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সদস্য হইতে হইবে বা নাম পরিবর্তন করাইতে হইবে।
	(ছ)	নির্বাচনের ৪০ (চল্লিশ) দিন পূর্বে মনোনয়ন পত্র বিক্রয় ও পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে জমা এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যাহার ও যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে।
	(জ)	যদি কোনো পদে অধিক প্রার্থী বা প্রতিনিধি থাকেন তাহা হইলে গোপন ব্যলটের মাধ্যমে যথামসয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
	(ঝ)	একই ব্যক্তি একের অধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ একই ব্যক্তি একের অধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। একই ব্যক্তি কার্য-নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে পর পর দুই মেয়াদের অধিক একই পদে নির্বাচন করিতে পারিবেন না।
	(ঞ)	কো-অপ্টঃ কোনো কারণে কোনো সদস্যপদ বাতিল, বহিস্কার বা সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি, প্রত্যাহার বা শুন্য হইলে জরুরি সভার সিদ্ধান্তক্রমে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে শুন্যস্থানে কো-অপ্ট করা যাইবে। সভাপতি উক্ত পদে নিজ ক্ষমতা বলেও কো-অপ্ট করিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ কোন কারণে কার্য-নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যপদ বাতিল, বহিষ্কার বা সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি, প্রত্যাহার বা যে কোন কারণে শূন্য হইলে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার সুবিধার্থে কার্য-নির্বাহী কমটির জরুরী সভার সিদ্ধান্তক্রমে সভাপতি শুন্যস্থানে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কো-অপ্ট করা সদস্য এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হইতে হইবে।
	(ট)	প্রক্সিঃ প্রতি সভ্যের এক ভোট, একাধিক পদে প্রার্থী নয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মানি চেঞ্জার লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের এক মালিকানা ক্ষেত্রে মালিক নিজে বিশেষ কারণে যে কোনো সভা, প্রস্তাব, নির্বাচন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলে সে ক্ষেত্রে মালিক বা সদস্যের সই সীলমোহরসহ লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং অংশীদারী ও কোম্পানী ক্ষেত্রে যে কোনো একজন পার্টনারও লিখিত ক্ষমতা নিয়ে প্রক্সি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেওয়া যাইবে না।
১৪.	পদ শুন্যঃ যদি কোন কারনে কার্যকরী কমিটির কোন পদ শুন্য হয় তবে তাহা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে উক্ত শুন্য পদ পূরণ করা যাইতে পারে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ যদি কোন কারণে কার্য-নির্বাহী কমিটির কোন পদ শুন্য হয় তবে তাহা বাণিজ্য সংগঠন ম্যানুয়াল যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক এবং নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত শুন্য পদ পূরণ করা যাইবে।	
১৫.	নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণঃ বিদায়ী কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির নিকট দায়ীত্ব ভার হস্তান্তর করিবেন। হস্তান্তরের দিন প্রধান উপদেষ্টা নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে শপথ গ্রহন করাইবেন। যদি কোন	

		কারনে তিনি ব্যর্থ হন তবে অন্য কোনো উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বিদায়ী কার্য-নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নব নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী কমিটির নিকট দায়িত্ব ভার হস্তান্তর করিবেন। হস্তান্তরের দিন নিম্নোক্ত ১৬.(খ) উপ-বিধিতে বর্ণিত বিধান মতে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে শপথ গ্রহণ করাইবেন। যদি কোন কারণে তিনি ব্যর্থ হন তবে তাঁহার মতামতের ভিত্তিতে অন্য কোন উপদেষ্টা/নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন।
১৬.	এসোসিয়েশনের অন্যান্য শর্তাবলীঃ	
	(ক)	উপ কমিটিঃ এসোসিয়েশনের যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কার্যকরী কমিটি যে কোন সংখ্যক উপ কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।
	(খ)	প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ (খ) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন সংক্রান্তঃ (১) সর্বনিম্ন ৩ (তিন) এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট অভিজ্ঞ, বয়োজ্যষ্ঠ এবং সর্ব সদস্য সমাদৃত ও স্বীকৃত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে, কার্য-নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে ও বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যাইতে পারে; তবে শর্ত থাকে যে, অনির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ কাল বর্তমানে নির্বাচিত ও দায়িত্বরত: কার্য-নির্বাহী কমিটির মেয়াদান্তে এবং পরবর্তী নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহণের দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। (২) উপদেষ্টা পরিষদের কোন উপদেষ্টাকে এসোসিয়েশনের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করা যাইবে না। (৩) কার্য-নির্বাহী কমিটির বিশেষ প্রয়োজনে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের পূর্ব সিদ্ধান্ত সূচক আমন্ত্রণের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এসোসিয়েশন অফিসে উপস্থিত হইয়া আহুত সভায় পরামর্শ মূলক মূল্যবান মতামত পেশ করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সিদ্ধান্ত প্রদানে ভোটাভুটি হইলে ভোট দিতে পারিবেন না।
	(গ)	প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ (গ) সালিসী বোর্ড গঠন সংক্রান্তঃ বাণিজ্য সংগঠন (সালিসী ট্রাইব্যুনাল) বিধিমালা, ১৯৮১/এস.আর.ও. নং ৩৮৮আইন/৮১- ১৯৬১ সালের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশের (১৯৬১ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশের) ১২ ধারার সাথে পঠিত এর ২৩ ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে মনস্থ করেন, যথা: - ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। -এই বিধিমালা বাণিজ্য সংগঠন (সালিসী ট্রাইব্যুনাল) বিধিমালা, ১৯৮১ নামে অভিহিত হইবে। ২। সংজ্ঞার্থ। - এই বিধিমালায়, যদি বিষয়ে বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকে তবে, - (ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান; (খ) "ফেডারেশন" অর্থ লাইসেন্সের অনুসরণে আইনের অধীনে নিবন্ধিত বাংলাদেশ সওদাগরি ও শিল্প সভার ফেডারেশন; (গ) "অধ্যাদেশ" অর্থ বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশ); এবং (ঘ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ৩ বিধির (১) উপবিধির অধীনে সহাপিত সালিসী ট্রাইব্যুনাল। ৩। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন, গঠন ইত্যাদি। ক. (১) কোন বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা তার নির্বাহী কমিটি বা অন্য সংঘের কোন কার্য বা প্রসিডিং, কিংবা উক্ত কমিটি বা সংঘের স্থাপন বা নির্বাচন বা নিয়োগ দানের বৈধতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা বা অন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন দ্বারা বা একই সংগঠনের কোন সদস্য দ্বারা প্রেরিত কোন রেফারেন্স পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ফেডারেশন/অত্র এসোসিয়েশন একটি সালিসী ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করবে যা তৎকর্তৃক নিযুক্তব্য তিনের কম নয় ও পাঁচের অধিক নয় এমন সংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে। (২) অত্র এসোসিয়েশন ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের একজনকে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবে।এসোসিয়েশনের মহাসচিব ট্রাইব্যুনালের সচিব হিসেবে কাজ করবে। (৩) ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদের সমান হইবে, এবং যদি কোন সময় এসোসিয়েশনের কোন নির্বাহী কমিটি না থাকে তাহা হইলে ট্রাইব্যুনালের মেয়াদ সরকার যেইরূপ নির্ধারণ করতে পারে সেইরূপ হইবে। (৪) যদি ট্রাইব্যুনালের কোন সদস্য মারা যান কিংবা ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে কাজ করতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন বা কোন কারণে অক্ষম হন, তাহা হইলে এসোসিয়েশন তাহার স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে এবং অনুরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে সদস্যের স্থলে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সদস্যের পদের কার্যকালের মেয়াদের অতিক্রান্ত সময়সীমার জন্য ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন। খ. মেয়াদ কালঃ নির্বাচিত নতুন কার্য-নির্বাহী কমিটি, শপথ গ্রহণ ও দায়িত্ব ভার অর্পণ/গ্রহণ সময় পর্যন্ত। ৪। ট্রাইব্যুনাল সমীপে আবেদনপত্র।

		(১) কোন নিবন্ধিত বাণিজ্য সংগঠনের কিংবা তার নির্বাহী কমিটি বা অন্য সংঘের কোন কার্য বা প্রসিডিং, কিংবা উক্ত কমিটি বা সংঘের প্রতিষ্ঠা বা নির্বাচন বা নিয়োগদানের বৈধতা বা শুদ্ধতা সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন রেফার করে অধ্যাদেশের ১২ ধারার অধীন আবেদনপত্র ট্রাইব্যুনালের সচিবের নিকট পেশ করা হইবে এবং ট্রাইব্যুনালের সচিবের অনুকূলে 'পে-অর্ডার' বা 'ব্যাংক ড্রাফট' মূলে প্রদেয় নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার ফি দিতে হইবে। (২) উপবিধি (১) এর অধীনে প্রণীত আবেদনপত্র সালিসী আবশ্যককারী বিরোধের দিকগুলো নির্দিষ্ট করে আবেদনকারী কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইবে এবং আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ধারণ করবে। (৩) উপবিধি (১) এর অধীন প্রণীত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের সচিব চেয়ারম্যানের অনুমোদনপূর্বক আবেদনপত্র প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের সভা আহ্বান করবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে ইস্যুকৃত লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনকারী, উত্তরদাতা ও সালিসীর সাথে সংযুক্ত যাদের উপস্থিতি প্রয়োজন হইতে পারে এমন অন্য যে কোন ব্যক্তিকে সভায় যোগদানের নির্দেশ দিতে পারিবে। (৪) বিশেষ বাহকের মাধ্যমে বা নিবন্ধিত ডাকের মাধ্যমে ইস্যুকৃত (৩) উপবিধির অধীন বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে ইস্যু করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ৫। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসৃতব্য কার্যপ্রণালী। (১) ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারী, উত্তরদাতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে ট্রাইব্যুনালের সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে এবং তাহা সেইরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিতে পারে রেফারেন্সের পক্ষগণ ও তাহাদের আইনজীবীদের উপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত সেইরূপ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত করিবে।ট্রাইব্যুনাল তাহা সেইরূপ উপযুক্ত মনে করে রেফারেন্সের পক্ষগণের প্রতি সেইরূপ অনুদেশমালাও সময় সময় ইস্যু করিতে পারে। (২) রেফারেন্সের পক্ষগণ হয় ব্যক্তিগতভাবে নতুবা তাহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এজেন্টদের মাধ্যমে নতুবা তাহাদের আইনজীবীদের মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারেন এবং তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে তাহারা সেইরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে কামনা করেন যা ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বা রোয়েদাদ প্রদান করবার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ স্বাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন। (৩) রেফারেন্সের পক্ষগণ বিরোধিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শপথ বা সত্যাপন ঘোষণা পূর্বক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সেইরূপ নির্দেশিত বা চাওয়া হইতে পারে তাহাদের দখল বা ক্ষমতাধীন সেইরূপ সকল বহিপত্র, কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিলপত্র ও রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করিবেন এবং রেফারেন্সের উপর প্রসিডিংকালে যাহা করিবার জন্য নির্দেশিত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য সকল বিষয়াদি করিবেন। (৪) ট্রাইব্যুনাল প্রসিডিংসমূহের একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং রেকর্ডসমূহ হুবহু আক্ষরিক রেকর্ড হওয়ার প্রয়োজন নাই। (৫) রেফারেন্সের প্রতিটি পক্ষ ট্রাইব্যুনালকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা রোয়েদাদ প্রদান করিতে সক্ষম করিবার জন্য যেইরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ সকল কার্য করিবেন এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে (এমন) কোন কার্য বা জিনিস করিবেন না বা করাইবেন না বা করিতে দিবেন না যাহা রেফারেন্সের উপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বা রোয়েদাদ প্রদান করিতে নিবৃত্ত করিতে পারে কিংবা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা অনুরূপ রোয়েদাদ প্রদান বিলম্বিত করিতে পারে। (৬) ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ স্বাক্ষর করিবেন এবং রেফারেন্সের পক্ষগণকে তৎমর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্সের প্রত্যেক পক্ষকে সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদের অনুলিপি চাহিবামাত্র সরবরাহ করিবেন। ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্সের প্রত্যেক পক্ষকে সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদের অনুলিপি চাহিবামাত্র সরবরাহ করিবে। অবিকল নকল সরবরাহের জন্য আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি গ্রহণ পূর্বক তা সরবরাহ করিতে হইবে। ৬। রেফারেন্সের নিষ্পত্তি, ইত্যাদি। (১) সালিসীর জন্য রেফারেন্স প্রেরণ করে ৪ বিধির (১) উপবিধির অধীন আবেদনপত্র উক্ত রেফারেন্সের সালিসীর সংযোগে অনুষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের প্রথম সভার তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে। (২) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ এর উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উপনীত বা প্রদত্ত হইবে।
১৭.	বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার ফোরামঃ প্রথম সাধারণ সভা নিবন্ধনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। পরবর্তী প্রতি বৎসরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে প্রথম সাধারণ সভা হওয়া পর্যন্ত এডহক কমিটি সকল কাজ চালাইয়া যাইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার কোরামঃ কোম্পানি আইনের বিধান অনুসারে প্রতি বৎসর একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।	
	(ক)	সাধারণ সভাঃ সাধারণ সভা নোটিশ বোর্ডের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে এবং কোনো সভায় কার্য আরম্ভের সময় কোরাম পূর্ণ না হইলে লভ্যাংশ ঘোষণা ব্যতিত অন্য কোনো কার্য উক্ত সভায় সম্পাদন করা

		যাইবে না। সভা অনুষ্ঠানের সময় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা দশের অধিক না হইলে, পাঁচ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং সদস্য সংখ্যা দশের অধিক হইলে প্রতি পাঁচজন অতিরিক্ত সদস্যের জন্য উক্ত কোরাম সংখ্যার সহিত একজন সংযোজিত হইবে, কোনো অবস্থাতেই কোরাম সংখ্যা দশের অধিক হইবে না। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ নোটিশ বোর্ডের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের নোটিশে প্রতি বৎসর একবার এবং ক্যালেন্ডার বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কোন বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভায় কার্য আরম্ভের সময় কোরাম না হইলে লভ্যাংশ ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন কার্য উক্ত সভায় সম্পাদন করা যাইবে না। বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য-নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালান্স শীটের একটি করে কপি বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করিতে হইবে। সভা অনুষ্ঠানের সময় এসোসিয়েশনের মোট সদস্য সংখ্যা দশের অধিক হইলে, তিন পঞ্চমাংশ (৩/৫) সাধারণ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।
	(খ)	নির্বাহী সভাঃ ৭ (সাত) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ৭ (সাত) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম গতিশীল রাখতে প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শনিবার ৭ (সাত) দিনের নোটিশে কার্য-নির্বাহী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ৭ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ কারণে অর্থাৎ সরকারী ছুটি, ধর্মীয় উৎসব, দেশের দূর্যোগ পূর্ণ পরিস্থিতিতে কার্য-নির্বাহী কমিটির উক্ত মাসিক সভার দিন ক্ষণ সুবিধা মত নির্ধারণ করা যাইবে। সভাপতির লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত কার্য-নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যই পর পর ৩(তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। কার্য-নির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে উক্ত সদস্য পদে সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত কার্য-নির্বাহী কমিটি, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, সংগঠনের একজন সদস্যকে শূন্য পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উপ-বিধির অধীনে নিযুক্ত সদস্য বিকল্প সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন এবং তিনি যে ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইবেন সেই ব্যক্তি পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা, কথিত সদস্যের মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাহার বাকি মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।
	(গ)	জরুরি সভাঃ ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার নোটিশে, অতি জরুরি সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহবান করা হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ কার্য-নির্বাহী কমিটির জরুরী সভাঃ ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা এবং ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে অতি জরুরী সভা আহ্বান করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, অতি জরুরী সভা কার্য-নির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ৫(পাঁচ) জন নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা যাইবে। অতি জরুরী সভা জুম অথবা যে কোন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করা যাইবে।
	(ঘ)	তলবী সভা : ১/১০ অংশ সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আবেদনের প্রেক্ষিতে আহবান করা হইবে। যদি সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে সভাপতি ও মহা সচিব উদাসিন হন দীর্ঘদিন যাবৎ সংগঠনের কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়না এবং ঐ সকল কারনে সংগঠনের কার্যক্রম স্থবির হইয়া যায় তাহা হইলে সংগঠনের এক তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য সভা আহবানের জন্য সভাপতির বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন। ইহার পর ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে সাধারণ সদস্যগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন আহবায়ক হইয়া তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন। তবে সভা অনুষ্ঠানের এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত সমূহ রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন করিয়ে নিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ (১) কোন কারণ বশতঃ সভাপতির অনুমোদন ক্রমে মহাসচিব কার্য-নির্বাহী কমিটির মাসিক সভা আহ্বান না করিলে কার্য-নির্বাহী কমিটির দুই তৃতীয়াংশ (২/৩) সদস্যের সম্মতিতে এবং যৌথ স্বাক্ষরে উক্তরূপ সভা আহ্বানের জন্য সভাপতি বরাবর আবেদন করিবেন। এতদসত্বেও মহাসচিব সভাপতির অনুমোদন ক্রমে সভা আহ্বান করিতে অসমর্থ বা ব্যর্থ হইলে উল্লেখিত যৌথ স্বাক্ষরকারীবৃন্দ তলবী সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।
	(ঙ)	মূলতবী সভা: উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য অর্থাৎ কোরামের অভাবে অথবা অন্যকোন কারণে যেমন: সভা চলাকালীন অবস্থায় কোন অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে সদস্যগণ অন্যদিন সভা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রেসিডেন্ট সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ঐ মূলতবী সভা পূনরায় অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতি এইরূপ সভার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবেন। কোরামের অভাবে মূলতবী সভা পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে না হইলে উক্ত সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী হইবে।

		প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ কার্য-নির্বাহী কমিটির মূলতবী সভাঃ কার্য-নির্বাহী কমিটির উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য অর্থাৎ কোরামের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে যেমন : সভা চলাকালীন অবস্থায় কোন অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে, উপস্থিত সদস্যবৃন্দ অন্য কোন দিন সভা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ঐ মূলতবী সভা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতি এইরূপ সভার দিন, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া দিবেন। কোরামের অভাবে মূলতবী সভা পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী হইবে।

১৮. গঠণতন্ত্রের সংশোধনী ঃ বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গঠণতন্ত্র যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনিত প্রস্তাব অনুসারে কোন ধারা বা উপধারা বা অংশ বিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধণ ও সংযোযন করার জন্য ৩/৫ সদস্যের অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে। অতঃপর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ বার্ণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সংঘ স্মারক ও সংঘবিধির যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী, সংযোজনী আনিতে হইলে প্রস্তাব আকারে কোন ধারা বা উপধারা বা অংশ বিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন অথবা বিয়োজন করিবার জন্য তিন পঁঞ্চমাংশ (৩/৫) সাধারণ সদস্যের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯. হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ
(ক) এসোসিয়েশনকে উহার নিবন্ধিত কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে যথাযথ হিসাব বহি সংরক্ষন করিতে হইবে, যথাঃ এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত এবং ব্যায়কৃত সকল অর্থ কোন কোন খাতে গৃহীত হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং
(খ) সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণ।
প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ
(ক) এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মহাসচিবের সাথে পরামর্শক্রমে উহার নিবন্ধিত কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাব বহিতে এবং একাউন্ট সফটওয়্যারে এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত ও ব্যয়িত সকল অর্থ কোন কোন খাতে গৃহীত অথবা ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বিবরণ (যথাযথ বিল/ভাউচার সহ) লিপিবদ্ধ করিবেন।
(খ) প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ মহাসচিবের সাথে পরামর্শ ক্রমে এসোসিয়েশনের সকল প্রকার পরিসম্পৎ ও দায়-দেনার বিবরণ সহ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।
(গ) প্রস্তাবিত সংযোজনীঃ সংগঠনের বাৎসরিক জমা-খরচের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভা/জরুরী সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইয়া লইবেন ও স্বীকৃত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিরীক্ষণ করাইয়া লইবেন এবং তাহা রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এর রেজিষ্ট্রার কর্তৃক ডিভিসি করাইয়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মুল কপি অবশ্যই সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২০. প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঃ যদি কোন কারনে প্রতিষ্ঠানের মোট পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সদস্য বিলুপ্তি চান তবে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদন পেশ করিবেন। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
প্রস্তাবিত সংশোধনীঃ যদি কোন কারণে এসোসিয়েশনের তিন পঁঞ্চমাংশ (৩/৫) সাধারণ সদস্য কার্য-নির্বাহী কমিটির বিলুপ্তি বা অবসায়ন চান সেইরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠন ম্যানুয়াল যথাযথ ভাবে অনুসরণ পূর্বক নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা উল্লেখ পূর্বক যথাযথ স্বাক্ষর সহ আবেদন পেশ করিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, অত্র এসোসিয়েশনের সালিসী ট্রাইব্যুনাল এবং এফবিসিসিআই এর আর্বিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল বরাবর প্রতিকার আবেদন করিয়া প্রতিকার না পাইলে সেইরূপ ক্ষেত্রেই শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক বরাবর আবদন করা যাইবে।

বিগত ০৩/০২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে (২০২৪-২০২৬) বিজয়ী কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ইত্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হইল, যাহারা অত্র সংশোধিত ও খসড়া সংঘবিধিতে নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

ক্রঃ নং	দায়িত্বরত কার্য-নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১.	জনাব এম এস জামান জামান মানি চেঞ্জিং হাউস। ৬৭, দিলকুশা (নীচ তলা) বা/এ, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১১-৮৯৩০০১	সভাপতি	
০২.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম এম এস আলম মানি চেঞ্জার ২৬, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা মোবাইলঃ ০১৭১৪-১০৫৩৮১	সহ-সভাপতি	
০৩.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান বুশরা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং-০৪, প্লট-২২, রব সুপার মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১১-৫২৬১১৪	সহ-সভাপতি	MD. FAZLUR RAHMAN
০৪.	জনাব গৌতম দে মা-মনি মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ লালদিঘীর পাড়, কালীঘাট, সিলেট। মোবাইলঃ ০১৮৪১-৯৭৫০৬৬	মহাসচিব	
০৫.	জনাব মোঃ নাজমুল করিম (বাবু) রামাদা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং-১৯ (নিচ তলা), প্লট নং-৩৭, সেক্টর নং-০৩, উত্তরা মডেল টাউন, কমার্সিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৭১২-৭১২৯২৭	যুগ্ম-মহাসচিব	
০৬.	জনাব কে এম মাকছুদুর রহমান নিবেদিতা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১২৯, ডি আই টি এক্সেটনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭১৬-৬২৫৮৮৭	সাংগঠনিক সচিব	
০৭.	জনাব মোঃ সবুজ মোল্যা আইডিয়াল মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ কে প্লাজা, প্লট নং-১, দোকান নং-১০৩/১০৪ (নিচ তলা), রোড নং-১/বি, বাসা নং-০১, সেক্টর নং-০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৭১৩-৯২০৬১৬	কোষাধ্যক্ষ	
০৮.	জনাব মোঃ ছলিম উল্লাহ এ এস এন মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড দোকান নং ২২/এ, ল্যান্ডভিউ শপিং সেন্টার, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। মোবাইলঃ ০১৭১৪-২০০০৪২	সদস্য	
০৯.	বি এম ইমরান আলী (বাঁধন) মার্স মানি এক্সচেঞ্জ ১২-১৪, ল্যান্ডমার্ক শপিং সেন্টার, দোকান নং-১৫ (নিচ তলা), গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। মোবাইলঃ ০১৭১১-৩৪৭৬৮০	সদস্য	
১০.	জনাব শফিকুল ইসলাম ইয়র্ক মানি এক্সচেঞ্জ লিঃ ১১৫-১২০, আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১৪-৪৫৪৮৮৫	সদস্য	
১১.	জনাব শিকদার নাজমুল হাসান মৃদুলা মানি এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্লট নং-৪৩, আমির কমপ্লেক্স (নিচ তলা) দোকান নং-১৩,সেক্টর নং-০৩, উত্তরা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৯১১-০৮৯২৪৭	সদস্য	

১২.	জনাব মোঃ ইদ্রিছ মিয়া আমিন মানি চেঞ্জার ৪৫, দিলকুশা, জামান কোর্ট বিল্ডিং, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৭৫৪-১৫২০৭৮	সদস্য	
১৩.	সুলতানা বেগম এম এস মানি চেঞ্জার সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, ঘোড়া মারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫৪-১৪৮৪১২	সদস্য	
১৪.	জনাব উত্তম দাশ গুপ্তা মেগা সিটি মানি চেঞ্জার্স লিঃ ৭৬, আগ্রাবাদ বা/এ, কে.এম, টাওয়ার (নিচ তলা), চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৭১১-৭৯৮০৯২	সদস্য	
১৫.	জনাব মোঃ হাসিকুল ইসলাম স্টার মানি চেঞ্জার রাজলক্ষী কমপ্লেক্স (নিচ তলা), দোকান নং-০৩, প্লট নং-২৫, রোড নং-০৭, বা/এ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। মোবাইলঃ ০১৯১২-২৩৪৮০১	সদস্য	